দা'ওয়াতে ইসলামী

রিসালা নং: ৮৩

সংশোধিত

কালো গোলাম

(১২টি মুজিযা সম্বলিত)

- রাসূল ﷺ এর দানবীর সাহাবীকে অস্বীকার করা কেমন?
- মৃত মাদানী মুন্না জীবিত হয়ে গেল।
- আমি গোমরাহী থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলাম।
- মেহমানকে জমিন গ্রহণ করেনি।
- রাসূল ﷺ এর নিয়ামাতে জান্নাতী
- মুসাফাহা করার ১৪টি মাদানী ফুল
- আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির ৮টি ফযীলত

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কালো গোলাম(১)

(১২টি মুজিযা সম্বলিত)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে আপনার মন আনন্দে ভরে উঠবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে মদীনা, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে আরয করল: **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেছেন: "**হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আর এর বিনিময়ে আমি তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করব এবং আপনার উম্মতের মধ্যে কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম

(১) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১২ই রবিউল আউয়াল ১৪৩০ হিজরিতে অনুষ্ঠিত **ইজতিমায়ে মিলাদে আমীরে আহলে সুন্নাত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ বয়ানটি প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে প্রকাশ করা হলো। --- **মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

প্রেরণ করবে, এর বিনিময়ে আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করব।" **(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৯২৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)**

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালার** সালাম প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, হয়ত ফিরিশতার মাধ্যমে তার প্রতি সালাম প্রেরণ করা, অথবা বালা মুসিবত থেকে তাকে নিরাপদ রাখা।

(মিরাতুল মানাযিহ, ২য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, জিয়াউল কুরআন)

মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম, শাম্‌য়ে বজমে হিদায়ত পে লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) কালো গোলাম

আরব মরুভূমি দিয়ে এক কাফেলা গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তাদের পানি শেষ হয়ে গেল। কাফেলার লোকেরা তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। মৃত্যু তাদের মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** দয়া হয়ে গেল।

নাগ্ হানি আঁ মুগিছে হার দো কওন, মুস্তফা পয়দা শুদা আজ বাহরে আওন।

অর্থাৎ **'উভয় জাহানের রহমতের কান্ডারি, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সাহায্যার্থে তাদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে কাফেলা ওয়ালাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হলো।'

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

আল্লাহর প্রিয় মাহবুব, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের ইরশাদ করলেন: "ওই সামনে যে পাহাড় রয়েছে, সে পাহাড়ের পিছনে এক উট আরোহী কালো গোলাম তার উট নিয়ে যাচ্ছে। তার নিকট পানির একটি মশকও আছে। যাও, তাকে তার সাওয়ারী সহ আমার নিকট নিয়ে আস।" অতঃপর কিছু লোক পাহাড়ের পিছনে গিয়ে দেখল, সত্যিই একজন উট আরোহী হাবশী গোলাম তার সাওয়ারী নিয়ে চলে যাচ্ছে। লোকেরা তাকে **মদীনার তাজেদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে নিয়ে এলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার কাছ থেকে পানির মশকটি নিজ হাতে নিয়ে নিলেন এবং তাতে নিজের বরকতময় হাত বুলিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি মশকটির মুখ খুলে দিয়ে লোকদেরকে ইরশাদ করলেন: "এসো পিপাসার্তরা! তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করো।" আর কাফেলাওয়ালারাও তৃপ্তি ভরে পানি পান করল এবং নিজেদের মশকগুলোও পানি দ্বারা পূর্ণ করে নিলো। সে কালো গোলামটি **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ জ্বলন্ত মুজিযা দেখে তাঁর নূরানী হাতে চুমু দিতে লাগল। **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** নূরানী হাতটি সে কালো গোলামের চেহারাতে বুলিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

শুদ শফাইদ আঁ যিংগি জাদায়ে হাবশ, হামচু বদর অ রোজে রওশন শুদ্ শাবাস।

অর্থাৎ '**প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাতের বরকতে সে হাবশীর কালো চেহারাটি এমন নূরানী হয়ে গেল, যেভাবে পূর্ণিমার চাঁদ অন্ধকার রাতকে দিনের মত আলোকিত করে দেয়।'

সে হাবশী গোলামের মুখ দিয়ে কলেমা শাহাদাত জারি হয়ে গেল। সে মুসলমান হয়ে গেল, আর এভাবে তার অন্তরও আলোকিত হয়ে গেল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সে যখন তার মালিকের নিকট গেল, মালিক তাকে চিনতে পারছিল না, সে তাকে তার গোলাম হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানাল। সে কালো গোলাম বলল: আমিই হচ্ছি আপনার ঐ গোলাম। মালিক বলল: সে তো কালো গোলাম ছিল, আর তোমাকে তো দেখা যাচ্ছে, পূর্ণিমার চাঁদের মতো। সে বলল: ঠিক আছে, তবে আমি **মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান এনেছি। আমি এমন নূরানী সত্ত্বার দাসত্ব বরণ করে নিয়েছি, যিনি আমাকে পূর্ণিমার চাঁদে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। যার সংস্পর্শে গেলে সব রং চলে যায়। তিনি তো কুফরী ও পাপের রঙকেও বিদূরিত করে দেন। তাই তাঁর নূরানী হাতের বরকতে আমার চেহারার কাল রঙ চলে গেলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। **(মসনবী শরীফ (অনুদিত), ২৬২ পৃষ্ঠা)**

যু গদা দেখো লিয়ে যাতা হে তোড়া নূর কা,
নূর কি ছরকার হে, কিয়া উছ মে তোড়া নূর কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় জাহানের সুলতান, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শানে আমার জীবন উৎসর্গিত হোক। **আল্লাহ! আল্লাহ!** পাহাড়ের পিছনে গমনকারী ব্যক্তি সম্পর্কেও তিনি কিভাবে সংবাদ দিলেন যে, তার গায়ের রঙ কালো, সে উষ্টারোহী, তার কাছে পানির মশকও আছে, তাও বা তিনি কিভাবে জানতে পারলেন। অতঃপর **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় এমন অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেন, একটি ছোট্ট মশকের পানি দ্বারাই তিনি কাফেলার সকল সদস্যকে পরিতৃপ্ত করলেন এবং মশকও পূর্ণ রইল। আর কালো গোলামের চেহারাতে নূরানী হাত বুলিয়ে দিয়ে তার চেহারাকেও সুন্দর ও নূরানী করে দিলেন। এমন কি তার অন্তরও আলোকিত হয়ে গেল। যার ফলে সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল।

নূর ওয়ালা আয়া হে, নূর লেকার আয়া হে,
সারে আলম মে য়ে দেখো কেইছা নূর ছায়া হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) আলোকময় চেহারা

হযরত সায়্যিদুনা আসিদ বিন আবি উনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একদা **মদীনার তাজেদার, দু'জাহানের মালিক ও মুখতার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার বুক ও চেহারাতে তাঁর নূরানী হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। এর বরকতে আমি কোন অন্ধকার

ঘরে প্রবেশ করলে তা আলোকিত হয়ে যেত।" (আল খাসায়িসুল কুবরা লিস সুয়ুতি, ২য় খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত। তারিখে দামেস্ক, ২০তম খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা)

চমক তুঝ ছে পাতে হে সব পানে ওয়ালে, মেরা দিল ভি চমকা দেয় চমকানে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) আপাদমস্তক নূরের ঝলক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো বুক ও চেহারাতে **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাতের পরশ লাগার কারণে যদি তা আলো বিকিরণ করতে পারে। তাহলে **হুযুর পূর নূর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে স্বয়ং নূরের আধার, যার আপাদমস্তক নূরে ভরপুর, তার নূর কিরূপ আলো বিকিরণ করতে পারে তা আপনারাই অনুমান করে নিন। 'দারেমী শরীফে' বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: "যখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন, তখন তার সামনের পবিত্র দাঁত মোবারকের ফাঁক দিয়ে নূর বের হতে দেখা যেত।"

(সুনানে দারেমি, ১ম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা, নং- ৫৮, দারুল কুতবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

হায়বতে আরিজে ছে থররাতা হে শোলা নূর কা,
কফশে পা পার, গির কে বন যাতা হে গুফ্হা নূর কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(৪) দেয়াল সমূহ আলোকিত হয়ে যেত

'শিফা শরীফে' বর্ণিত রয়েছে: যখন **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসতেন, তখন তাঁর নূরে দরজা ও দেয়াল আলোকিত হয়ে যেত। (আশ শিফা, ৬১ পৃষ্ঠা, মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকাতে রযা, হিন্দ)

আব মুচকুরাতে আইয়ে ছুয়ে গুনাহগার, আক্বা আন্ধেরি কবর মে আত্তার আগায়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) হারানো সুঁই

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একদা আমি সেহেরীর সময় ঘরে বসে কাপড় সেলাই করছিলাম। হঠাৎ সুঁইটি আমার হাত থেকে পড়ে গেল এবং বাতিটিও নিভে গেল। এমন সময় **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে সারা ঘর তাঁর নূরানী চেহারার নূরে আলোকিত হয়ে গেল এবং আমি আমার হারানো সুঁইটিও খুঁজে পেলাম।" (আল কওলুল বদি, ৩০২ পৃষ্ঠা, মুয়াস্সাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

ছু জনে গুমশুদা মিলতি হে তাবাস্সুম ছে তেরে,
শাম কো ছুবহে বানাতা হে উজালাতেরা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী শানের কী অপূর্ব মহিমা। প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **'রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষও, আবার নূরও অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন একজন নূরানী মানব, তার জাহেরী শরীর মোবারক মানুষের, কিন্তু তাঁর আসল সত্ত্বা হচ্ছে নূরের।' **(রিসালায়ে নূর মাআ রাসায়িলে নঈমীয়া, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা, জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)**

প্রিয় রাসূল ﷺ এর মানবীয় সত্ত্বাকে অস্বীকার করা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের **মাদানী আক্বা, নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাকিকত হলো নূর। তবে মনে রাখবেন, তার বশরিয়্যাত তথা মানবীয় সত্ত্বাকে অস্বীকার করার কোন অনুমতি নেই। যেমনিভাবে আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বশরিয়্যাতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা কুফরী। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)** কিন্তু **তাঁর** বশরিয়্যাত সাধারণ মানুষের মত নয়, বরং তিনি হচ্ছেন সায়্যিদুল বশর (মানুষের সরদার), আফজালুল বশর, খায়রুল বশর (সর্বোত্তম মানুষ)। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "নিশ্চয় তোমাদের নিকট **আল্লাহ**র পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব।"

(পারা: ৬, সূরা: আল মায়েদাহ, আয়াত: ১৫)

উল্লেখিত আয়াতে নূর দ্বারা **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্দেশ্য। যেমনিভাবে সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন্ জরির তাবারি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **(ওফাত ৩১০ হিজরী)** বলেন: بِالنُّوْرِ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অর্থাৎ নূর দ্বারা **হুযুর মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই উদ্দেশ্য।

(তাফসীরে তাবারী, ৪র্থ খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

বিখ্যাত হাফেজুল হাদীস ইমাম আবু বকর আবদুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ 'আল মুসান্নিফে' হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: 'আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক। আমাকে বলুন যে, সর্বপ্রথম **আল্লাহ তায়ালা** কী সৃষ্টি করেছেন?' **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে জাবের! নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে নিজের নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০তম খন্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা। আল যুযযুল মফকুদ মিনাল যুযয়িল আউয়াল আল মুসান্নিফ, লে আবদুর রাজ্জাক, ৬৩ পৃষ্ঠা, নং- ১৮)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার পরামর্শ হচ্ছে, নূরের মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর **"রিসালায়ে নূর"** অধ্যয়ন করুন।

মারহাবা আয়া হে কিয়া মৌসুম সুহানা নূর কা,
বুলবুলি গাতি হে গুলশান মে তরানা নূর কা।
নূর কি বারিশ ছমাছম হুতি আতি হে আসির,
লও রেযাকে সাত্ বড় কর তুম ভি হিস্সা নূর কা।

(৬) স্মৃতিশক্তি দান করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার কাছ থেকে পবিত্র বানী শুনি। কিন্তু তা ভুলে যাই।' **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ! তোমার চাদর বিছাও।" আমি আমার চাদর বিছিয়ে দিলাম। তখন **উভয় জাহানের দাতা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ পবিত্র হাত থেকে চাদরে কিছু ঢেলে দিলেন আর ইরশাদ করলেন: "হে আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ! তা তুলে নাও এবং নিজ বুকের সাথে লাগিয়ে নাও।" আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম পালন করলাম, এর পর থেকে আমার স্মৃতিশক্তি এতই মজবুত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হয়ে গেল যে, আমি আর কোন কিছুই ভুলিনি।

(সহীহ বুখারী, ১ম, ২য় খন্ড, ৬২, ৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৩৫০)

মালিকে কাওনাইন হে গো পাছ কুচ রাখতে নেহি,
দো জাহান কি নিয়ামতে হে উনকে খালি হাথ মে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনতে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, **আল্লাহ তায়ালা মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তি দান করেছেন। মৌলিক বস্তু দান করা, এটা **আল্লাহ তায়ালা** নিজের ইখতিয়ারাধীন রেখে দিলেও কিন্তু তিনি আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন অলৌকিক শক্তি দান করেছেন যার মাধ্যমে আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্মৃতি শক্তির মত অদৃশ্য সম্পদও নিজ গোলাম এবং আমাদের সবার প্রাণ প্রিয় সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে দান করেছিলেন।

আপনাদের প্রতি আমার মাদানী আবেদন, এরূপ ঈমান তাজাকারী বয়ান শুনার জন্য রাসূল প্রেমে উজ্জীবিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত **মাদানী পরিবেশে**র সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি সেখানে **সুন্নাতে ভরা বয়ান** শুনতে পাবেন এবং আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শে আপনার ঈমানও তাজা হবে।

সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহতেও অংশগ্রহণ করতে থাকুন। **মাদানী কাফেলা** সমূহতেও সফর করুন। সম্ভব হলে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত কমপক্ষে একটি রিসালা পাঠ করুন এবং **সুন্নাতে ভরা বয়ানের** একটি অডিও বা ভিডিও ক্যাসেট শুনুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে আপনার জীবন দ্বীন ও দুনিয়ার অফুরন্ত বরকতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আমি গোমরাহী থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলাম!

আপনাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্যাসেট শুনা সম্পর্কিত একটি **মাদানী বাহার** পেশ করছি। সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী ভারত বাগদাদী দেশ সমূহের একটি শহর মলাকাপুরের জনৈক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা, তিনি বলেন: আমি প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ দেশের বাইরে ছিলাম। বদ্ আকিদা সম্পন্ন লোকদের খারাপ সংস্পর্শে আমার পূতপবিত্র রহমতপূর্ণ ইসলামী আকিদাতে ঘুনে ধরতে থাকে। ইত্যবসরে আমি ভারতে চলে আসি। সাথে করে বদ আকিদায় পরিপূর্ণ ৩০টি অডিও ভিডিও ক্যাসেটও নিয়ে আসি। খোদার মর্জি এরূপই ছিল, একজন সবুজ পাগড়িধারী ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে আমার উপর **ইনফিরাদী কৌশিশ** করেন এবং অতি মুহাব্বতের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত একটি ভিসিডি[১]

---

(১) এই **V.C.D** এর নাম হলো: "দিদারে আমীরে আহলে সুন্নাত"। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন বা ইন্টারনেট ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এ লক্ষ্য করুন। --- **মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।**

ক্যাসেট তিনি আমাকে তোহফা স্বরূপ প্রদান করেন। ঘরে এসে আমি ভিসিডিটি চালু করে দিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যতক্ষণ ভিসিডিটি চলছিল ততক্ষণে আমার অন্তর থেকে গোমরাহির কালো দাগ দূরীভূত হচ্ছিল। যখন ভিসিডিটি শেষ হলো, আমার অন্তর হঠাৎ বলে উঠল, নিঃসন্দেহে এ ভিসিডিটি হক পন্থীদের। এ চেহারাগুলো মিথ্যুক ভন্ডদের চেহারা নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিলাম এ ভিসিডি ওয়ালাদের আকিদা জীবনেও ছাড়বো না। আমি আবেগ প্রবন হয়ে আমার সাথে নিয়ে আসা অশ্লীলতা ও গোমরাহিপূর্ণ ৩০টি অডিও ভিডিও ক্যাসেট সাথে সাথে ধ্বংস করে দিলাম। যাতে কোন মুসলমান তা শুনে বা দেখে পথভ্রষ্ট না হয়।

ছোনা জঙ্গল রাত আন্ধেরি ছায়ি বদলি কালি হে,
ছোনে ওয়ালো জাগতে রহিয়ো, চোরো কি রাখওয়ালি হে।

আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি মানুষদেরকে অদৃশ্য খবরাদিও দিতেন এ প্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী বর্ণনা শুনন এবং আনন্দে মেতে উঠুন।

(৭) অদৃশ্যের সংবাদ

হযরত সায়্যিদাতুনা উনাইসা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার সম্মানিত পিতা বললেন, যখন আমি অসুস্থ

হয়ে পড়ি, তখন **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখতে আসেন। তিনি আমাকে দেখে ইরশাদ করলেন: "এ রোগে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু তখন তোমার কী অবস্থা হবে, যখন আমার জাহেরী ওফাতের পর তুমি দীর্ঘ জীবন পাড়ি দিয়ে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে?" **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখে এ কথা শুনে আমি বললাম: **'ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে তখন আমি ধৈর্যধারণ করব। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, যদি তুমি তা কর, তবে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।' অতএব **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী পর্দা করার পর তাঁর দৃষ্টিশক্তি সত্যিই চলে গিয়েছিল। অতঃপর দীর্ঘকাল পর **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়ে দেন এবং তিনি ইন্তিকাল করেন।

(দলায়েলুন নবুওয়াত লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আয় আরব কে চাঁদ, চমকা দে মেরি লওহে জবি,
হো জিয়াকো ফের মদিনেমে নজারা নুর কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহর মাহবুব, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন প্রতিপালক **আল্লাহ তায়ালা** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজ গোলামদের বয়সের খবর রাখতেন এবং

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

তাদের জীবনে যা ঘটবে তাও তিনি জানতেন। **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা পবিত্র কুর'আনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এখানে শুধুমাত্র একটি আয়াত পেশ করা হলো। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার সূরা আত্ তাকবীরের ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপন নন।

(পারা: ৩০, সূরা: আত-তাকবীর, আয়াত: ২৪)

ছরে আরশ পর হে তেরি গুজর, দিলে ফরশ পর হে তেরি নজর,
মালাকুত ও মুলক মে কুয়ি শাই নিহি উহ যু তুঝ পে আয়া নিহি।

(হাদায়িকে বখশিশ)

বর্ণিত রেওয়ায়াত থেকে এটাও জানা গেল, যখন কোন মানুষের উপর বিপদ আসে অথবা কোন মুসলমান অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তার উচিত ধৈর্যধারণ করে সাওয়াবের হকদার হওয়া। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **"নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: "যখন আমি আমার বান্দার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিই, অতঃপর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন আমি তাকে তার চোখের বিনিময়ে জান্নাত দান করি।" (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫৬৫৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

হে সবর তু খাজানায়ে ফেরদৌস ভাইয়ো,
শিকওয়া না আশেকোও কি জবানো পে আছকে।

(৮) দানব আকৃতির উট

একদা মক্কা শরীফে এক ব্যবসায়ী আসে। তার কাছ থেকে আবু জাহেল কিছু মাল ক্রয় করল। কিন্তু টাকা দিতে গড়িমসি শুরু করে দিল। অসহায় ব্যবসায়ী অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন আবু জাহল থেকে টাকা আদায় করতে পারছিল না তখন পেরেশান হয়ে কুরাইশবাসীর নিকট এসে সে বিনয় সহকারে বলল, আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি আমি গরিব অসহায় মুসাফিরের প্রতি দয়া করতে পারেন এবং আবু জাহেলের কাছ থেকে আমার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়ে দিতে পারেন? লোকেরা মসজিদের কোনায় বসা এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, যাও, তুমি গিয়ে ওই ব্যক্তির নিকট তোমার অভিযোগ বলো, তিনি অবশ্যই তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। কুরাইশরা তাকে সে ব্যক্তির নিকট পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি যদি আবু জাহেলের নিকট যান, তাহলে নিশ্চিত সে তাঁকে তিরস্কার ও অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। অতঃপর তারা তাতে আনন্দ বোধ করতে পারবে এবং তা তাদের হাসির খোরাক হবে। মুসাফির লোকটি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তিনি উঠলেন এবং আবু জাহেলের ঘরের দরজায় গিয়ে দরজাতে কড়াঘাত করলেন। আবু জাহেল ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করল:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

কে? উত্তর দিলেন: "**আমি মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!" আবু জাহেল ঘর থেকে বের হলো। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে তার চেহারায় দুঃখের চাপ প্রষ্ফুটিত হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল: 'কি উদ্দেশ্যে আসলেন?' **অসহায়দের সহায়, প্রিয় নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি তার পাওনা দিচ্ছনা কেন?" আবু জাহেল বলল: 'এখনি দিয়ে দিচ্ছি।' এ বলে সে সোজা ভিতরে চলে গেল এবং টাকা নিয়ে এসে মুসাফিরের হাতে সমর্পণ করে পুনরায় ঘরের ভিতরে চলে গেল। যারা এ ঘটনা নিজ চোখে দেখেছিল তারা পরবর্তীতে আবু জাহেলকে জিজ্ঞাসা করল, আবু জাহেল! তুমি আশ্চর্যজনক কান্ড ঘটিয়েছ! বল দেখি এরূপ কেন করলে? আবু জাহেল বলল: কি বলব? যখন **মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাম নিলেন, তখন আমার উপর ভীতির সঞ্চার হলো। আমি যখন বাইরে এলাম, তখন এক ভয়ানক দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠল। আমি দেখলাম একটি দানব আকৃতির উট আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এমন ভয়ানক উট আমি জীবনেও দেখিনি। তাই কোন কথা না বলে তাঁর কথা মাথা পেতে নেয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না, না হলে সে উট আমাকে পিষ্ট করে মারত।

(আল্ খাসায়িসুল কুবরা লিস সুয়ুতি, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

ওয়াল্লাহ! উহ শুনলেঙ্গে ফরিয়াদ কো পোঁছেঙ্গে,
ইতনা ভি তু হো কুয়ি যু আহ করে দিল ছে। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের **দয়ালু নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কতই দয়া ও করুনার সাগর ছিলেন! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিভাবে দুঃখীদের এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্থদের সাহায্য করেছেন। আর মজলুমদের অধিকার বা হক আদায় করে নিয়েছেন। **আল্লাহ পাক** আপন প্রিয় মাহবুবের উপর কী রকম দয়া করেছেন এবং দুশমনদের মোকাবেলায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিভাবে সাহায্য করেছেন। আবু জাহেল একজন কট্টর কাফির ছিল এবং সবসময়ের জন্য ঈমান থেকে বঞ্চিত। তাইতো সে এতবড় মহান মুজিযা স্বচক্ষে দেখার পরও বেঈমানই রয়ে গেল। ব্যস! যার ভাগ্যে যা আছে।

কোয়ি আয়া পাকে চলা গিয়া কোয়ি ওমর ভর ভি না পা ছাকা
ইয়ে বড়ে করম কে হে ফয়সলে, ইয়ে বড়ে নসিব কি বাত হে।

(৯) বাঘ এসে গেল

আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো একটি মহান মুজিযা এবং হতভাগা আবু জাহেলের বাতেনি অন্ধত্বের আরো একটি কাহিনী শুনুন। আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়ার কারণে কুরাইশ কাফিরদের চোখে শত্রুতে পরিণত হয়ে পড়েন। আর তারা **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে এবং তাঁর প্রতি নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। একদা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

মদীনার তাজেদার, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "ওয়াদী হাজুন" এর দিকে তাশরীফ নিলেন। সুযোগ পেয়ে 'নদর' নামী এক কট্টর কাফির তাঁকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এল। যখনই সে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটে এল একেবারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। সে প্রাণ ভয়ে শহরের দিকে পালিয়ে গেল। আবু জাহল তার এ কান্ড দেখে তার নিকট এ কারণ জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, আমি আজ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হত্যার উদ্দেশ্যে তার পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমি তাঁর নিকট পৌঁছি তখন দেখি মুখ হাঁ করে দাঁত কামড়িয়ে কয়েকটি বাঘ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাই পালিয়ে আমি আমার জীবন বাঁচালাম। এতবড় মহান মুজিযার কথা শুনার পরও হতভাগা নরাধম আবু জাহেল বলল, এটাও **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যাদু (**আল্লাহ**র পানাহ!)।

(আল খাসায়িসুল কুবরা লিস সুয়ুতি, ১ম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

উফ-রে মুনকির ইয়ে বড়হা জওশে তায়াস্সুবে আখির,
বেড় মে হাত ছে কমবখত কে ঈমান গিয়া। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০) নিজের সম্মানিত পিতা-মাতাকে জীবিত করলেন

প্রত্যেকের পিতামাতার অত্যন্ত ভালবাসা থাকে। তাই আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটবে কেন? তাঁর পিতামাতার প্রতি তাঁরও গভীর ভালবাসা ছিল। তাই তিনি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

নিজ সম্মানিত পিতামাতাকে আপন উম্মতের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়ার জন্য **আল্লাহ তায়ালার** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাদের জীবিত করে আমাদেরকে মুজিযা দেখালেন। সে মহান মুজিযাটি আপনিও শুনুন এবং আনন্দে মেতে উঠুন।

ইমাম আবুল কাসেম আবদুর রহমান সুহাইলি (ইন্তিকাল ৫৮১ হিজরী) 'আর রওজুল উনুফ' নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বর্ণনা করেন, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে দোয়া করলেন, **"হে আল্লাহ!** আমার সম্মানিত পিতামাতাকে জীবিত করে দাও।" **আল্লাহ তায়ালা** আপন প্রিয় হাবিবের দোয়াকে কবুল করে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিতামাতা উভয়কে জীবিত করে দিলেন। তাঁরা জীবিত হয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান এনে আবার নিজ নিজ পবিত্র মাজারে তাশরিফ নিয়ে যান।

(আর রওজুল উনুফ, ১ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

এজাবত কা ছাহারা এনায়ত কা জাওড়া,
দুলহান বনকে নিকলি দোয়ায়ে মুহাম্মদ।
এজাবত নে ঝুক কর গলে ছে লাগায়া,
বড়হি নাজ ছে যব দোয়ায়ে মুহাম্মদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

রাসূল ﷺ এর সম্মানিত পিতা-মাতা একত্ববাদী ছিলেন

আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আব্বাজান যখন এ দুনিয়া ত্যাগ করেন, তখনো আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আম্মাজান সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পেট মোবারকে ছিলেন। **মক্কী-মাদানী ছরকার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স যখন ৫ বা ৬ বছরে উপনীত হয়, তখন তাঁর আম্মাজানও এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে যান। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াতের ঘোষণা দেন। এতে কারো মনে কখনো এ সন্দেহ যেন সৃষ্টি না হয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতামাতা উভয়ে **আল্লাহ**র পানাহ কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তারা কবর আযাবে লিপ্ত ছিলেন, **তাই মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের বাদশাহ্, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের জীবিত করে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করেন, যাতে তাঁরা শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। ঘটনা এরূপ নয়, বরং তারা উভয় এক **আল্লাহ**র উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাওহিদের উপর অটল ছিলেন। জীবনেও তারা কখনো মূর্তি পূঁজা করেননি। **আল্লাহর মাহবুব, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে নিজ উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়ার জন্যই পুনরায় জীবিত করে কলেমা পাঠ করিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

মুঝকো আব কলেমা পড়হা যা মেরে মাদানী আক্বা,
তেরা মুজরিম শাহা দুনিয়া ছে চলা যাতা হে।

যে মাছের পেটে ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন সেটাও জান্নাতে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল হক্কি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণনা করেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তিনদিন বা সাত দিন কিংবা চল্লিশ দিন মাছের পেটের মধ্যে ছিলেন, তাই সে মাছও জান্নাতে যাবে।" **(রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২২৬, ৫১৮ পৃষ্ঠা, কোয়েটা)**

রাসূল ﷺ এর পিতা-মাতা জান্নাতী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখুন! যে মাছের পেটে **আল্লাহ**র নবী হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মাত্র কয়েক দিন ছিলেন। সে মাছ যদি জান্নাতে যেতে পারে, তাহলে যে মা আমিনার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا গর্ভে হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এরও সরদার **মদীনা ওয়ালে মুস্তফা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কয়েক মাস ছিলেন সে মা আমেনা **আল্লাহ**র পানাহ কুফরির উপর দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেবেন এবং কবর আযাবে লিপ্ত থাকবেন তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? নিঃসন্দেহে **সুলতানে কওনাইন, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতামাতার পূতঃপবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই একত্ববাদের উপর ছিল এবং তারা নিঃসন্দেহে জান্নাতী। বরং আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

পূর্বপুরুষই ছিলেন একত্ববাদী। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া'** ৩০শ খন্ডের ২৬৭-৩০৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

খোদানে কিয়া উনকো বে মিছল পয়দা, নেহি দো জাহান মে মিছালে মুহাম্মদ।
খোদা আওর নবী কা হে উছ পে ছায়া, জিছে হার ঘড়ি হে খেয়ালে মুহাম্মদ।

(১১) মৃত ছাগল জীবিত হয়ে গেল

একদা হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারাতে ক্ষুধার ভাব লক্ষ্য করে বাড়ি এসে স্ত্রীকে বললো: ঘরে কি খাওয়ার কিছু আছে? স্ত্রী বলল: 'ঘরে শুধুমাত্র একটি ছাগল এবং সামান্য যব ছাড়া আর কিছুই নেই।' ছাগলটিকে যবাই করে রান্না করা হয়েছে, আর যবগুলো পিষে রুটি তৈরী করে তরকারির মধ্যে দিয়ে (সরিদ) তৈরী করা হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি সরিদ এর সে পাত্রটা নিয়ে এসে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে পেশ করলাম। **রহমতে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে আদেশ দিলেন, হে জাবের! গিয়ে লোকদের ডেকে আন। যখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان উপস্থিত হলেন তখন ইরশাদ করলেন: "কয়েকজন কয়েকজন করে আমার কাছে পাঠাও।" অতএব সাহাবাগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কয়েক জন করে **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এসে খাবার খেয়ে চলে যান। হযরত জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

বলেন: যখন সকলের খাওয়া শেষ হলো আমি দেখলাম পাত্রে প্রথমে যে পরিমাণ খাবার ছিল, খাওয়ার পরও তা সম্পূর্ণই রয়েগেছে। **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামগণকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হাঁড়গুলো বাইরে না ভাঙ্গার জন্য আদেশ করলেন। **ছরকারে দু'জাহান, রহমতে আলামিয়ান, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাঁড়গুলো একত্রিত করার জন্যও নির্দেশ দিলেন। যখন হাঁড়গুলো একত্রিত করা হলো, তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন পবিত্র হাত হাঁড়গুলোর উপর রেখে কিছু পাঠ করলেন। পাঠ করার সাথে সাথে হাঁড়গুলো নড়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে পূর্ণ ছাগলে রূপান্তরিত হয়ে কান নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অতঃপর **ছরকারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: হে জাবের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ! তোমার ছাগল নিয়ে যাও। আমি যখন ছাগলটি নিয়ে ঘরে পৌঁছলাম। আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এ ছাগল কোত্থেকে আনলেন? আমি বললাম: **আল্লাহ**র শপথ! এটা সে ছাগলই যা তুমি জবেহ করে দিয়েছিলে। আমাদের **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে **আল্লাহ তায়ালা** তা আমাদের জন্য পুনরায় জীবিত করে দিয়েছেন।

(আল খাসায়িসুল কুবরা, ২য় খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

ইক দিল হামারা কিয়া হে আযার উছকা কিতনা,
তুমনে তো চলতে ফিরতে মুরদে জিলা দিয়ে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

(১২) মৃত মাদানী মুন্না জীবিত হয়ে গেল

প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল হযরত আল্লামা আবদুর রহমান জামি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেহমানদারী করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তার বাস্তবিক দু'মাদানী মুন্নার (ছেলের) সামনে একটি ছাগল জবাই করেছিলেন। কাজ শেষ করে তিনি যখন চলে গেলেন, তার ছোট্ট ছোট্ট দু' মাদানী মুন্না ছুরি নিয়ে ঘরের ছাদের উপর উঠল। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল, চল, আব্বু যেরূপ ছাগলটাকে যবাই করেছে আমিও তোমাকে সেরূপ যবাই করি। অতঃপর বড় ভাই ছোট ভাইকে হাত পা বেঁধে ছাদের উপর ফেলে তার গলায় ছুরি চালিয়ে দিল এবং শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে তা হাতের উপর নিয়ে নিল। যখন এ মর্মান্তিক দৃশ্য তাদের আম্মাজানের চোখে পড়ল তিনি তার দিকে দৌঁড়ে গেলেন। অপর ভাই ভয়ে পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে সেও মারা গেল। মায়ের চোখের সামনে ছোট্ট ছোট্ট দু'শিশু পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরও সে ধৈর্যশীলা মা কোনরূপ কান্নাকাটি কিংবা হা হুতাশ করলেন না। তাঁর কান্নাকাটি কিংবা হা হুতাশের কারণে যেন মহান অতিথি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পেরেশান হয়ে না যায়। এ আশঙ্কায় তিনি ধৈর্যের চরম পরিচয় দিলেন। খুব শান্তভাবে তিনি তার আদরের শিশু পুত্র দু'টির মরদেহ ঘরে নিয়ে এসে কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখলেন। কাউকে তিনি এ ঘটনা জানতে দিলেন না এমন কি নিজ

স্বামী হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কেও। মন তাঁর যদিও পুত্র শোকে রক্তাশ্রু বিসর্জন করছিল তবুও তিনি তাঁর চেহারাতে ফুটে উঠতে দেননি। একান্ত শান্তভাবে এবং সম্পূর্ণ হাসিমুখে তিনি মহান অতিথির জন্য রান্না সহ সবকিছু সম্পাদন করেছিলেন। **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মুখে খাবার রাখা হলো। এমন সময় জিব্রাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এসে উপস্থিত হলেন। তিনি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতিপালক আপনাকে ইরশাদ করেছেন জাবেরকে বলার জন্য, তিনি যেন তার শিশু পুত্র দুটি আপনার সামনে নিয়ে আসেন, যাতে তারাও আপনার সাথে আহার করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বললেন: হে জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! তোমার সন্তানদেরকে নিয়ে আস। জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাড়াতাড়ি স্ত্রীর নিকট গিয়ে স্ত্রীকে বললেন: ছেলেরা কোথায়? **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের ডাকছেন। স্ত্রী বললেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে গিয়ে বলুন, তারা এখন ঘরে নেই। হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এসে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার ছেলেরা তো এখন ঘরে নেই। **আল্লাহর রাসূল, রাসূলে মকবুল, মা আমিনার সুবাসিত ফুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ তায়ালার**

আদেশ তাদেরকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আস।" হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পুনরায় স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাঁর শিশুপুত্র দুটিকে ডেকে আনার জন্য বললেন: স্ত্রী তখন আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বললেন: 'হে জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! এ মুহূর্তে তাদের হাজির করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: ব্যাপার কি? তুমি কাঁদছ কেন? স্ত্রী তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং কাপড় উল্টিয়ে তার ফুটফুটে **মাদানী মুন্না** দুটির লাশ দেখালেন। লাশ দেখে তিনিও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কেননা তিনি তাদের মৃত্যুর কথা আগে জানতেন না। হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর আদরের শিশুপুত্রদ্বয়ের লাশ দুটি এনে **নবী করীম হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারকে রাখলেন। তখন তার ঘর থেকে কান্নার প্রচন্ড আওয়াজ আসছিল। **আল্লাহ** রাব্বুল আলামীন জিব্রাঈল আমিনকে পাঠিয়ে বললেন: যাও, **আমার মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে গিয়ে বল, জাবেরের মৃত শিশুপুত্র দুটির জন্য আমার দরবারে দোয়া করতে, যাতে আমি তাদের জীবিত করে দিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে দোয়া করলেন: সাথে সাথে **আল্লাহ তায়ালার** হুকুমে জাবেরের মৃত শিশু পুত্র দুটি জীবিত হয়ে গেল। (শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, ১০৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল হাকিকাহ, তুর্কী। মাদারিজুন নবুওয়াত, ১ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ তায়ালার** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কলবে মুরদা কো মেরে আব তু জিলাদো আক্বা,
জামে উলফত কা মুঝে আপনি পিলা দো আক্বা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী অপূর্ব মুজিযা! কী অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা! অল্প খাবারে পরিতুষ্ট করলেন, অনেক লোককে, তারপরও তাতে কোনরকমের ঘাটতি দেখা গেল না। আবার উচ্ছিষ্ট হাড়গুলোর ওপর দোয়া পড়ে তাকেও রক্ত মাংস, অস্থি-চর্মে পরিপূর্ণ একটি জীবন্ত ছাগলে রূপান্তরিত করে দেখালেন। শুধু ছাগল নয়, হযরত জাবের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মৃত দু মাদানী মুন্না পুত্রকেও **আল্লাহ তায়ালার** হুকুমে জীবিত করে দেখালেন।

মুরদো কো জিলাতে হে, রুতো কো হাসাতে হে,
আ-লাম মিটাতে হে, বিগড়ি কো বানাতে হে।
ছরকার খিলাতে হে, ছরকার পিলাতে হে,
সুলতান ও গদা, সবকো ছরকার নিবাতে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বেয়াদবকে জমিন গ্রহণ করেনি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শানে রিসালাতে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী এক হতভাগার করুণ পরিণতির একটি ঘটনা শুনুন এবং চিন্তা করুন, **আল্লাহ** তায়ালা আপন প্রিয় মাহবুবের দুশমনদের প্রতি

কিরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা এক খ্রীষ্টান মুসলমান হয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আল ইমরান মুখস্থ করেছিল। সে **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অন্যতম কাতেব নিযুক্ত হলো। কিছু দিন পর সে আবার মুরতাদ হয়ে খ্রীষ্টান ধর্মে ফিরে গেল। খ্রীষ্টান ধর্মে ফিরে যাওয়ার পর সে গলাবাজি করে বেড়াতে লাগল مَا یَدْرِیْ مُحَمَّدٌ اِلَّا مَا کَتَبْتُ لَہٗ অর্থাৎ আমি **মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে যা লিখে দিতাম তিনি শুধু তাই জানতেন। বেশি দিন হয়নি, **আল্লাহ পাক** তাকে অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু দিলেন। তার গোত্রের লোকেরা একটি কবর খনন করে তাকে তাতে দাফন করল। কিন্তু সকালে জমিন তাকে কবর থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিল। তার গোত্রের লোকেরা বলল: এটা **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর অনুসারীদেরই কাজ। কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে চলে এসেছিল। তাই তারা আমাদের সঙ্গীকে কবর থেকে বের করে ফেলেছে। দ্বিতীয়বার তারা আরেকটি কবর খনন করে তাতে তাকে পুনরায় দাফন করল। কিন্তু সকালে তাকে আবারো কবরের বাইরে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এবারও তারা বলাবলি করল, এটা হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও তাঁর অনুসারীদেরই কাজ। কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে চলে এসেছিল। তাই তারা তার কবর খনন করে তাকে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তৃতীয়বার তারা তার

জন্য যত গভীরে খনন করা যায় তত গভীরে একটি কবর খনন করে তাতে তাকে দাফন করল। কিন্তু সকালে তাকে আবারো জমিনের ওপর পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেল। এবার তারা নিশ্চিত হলো, তার সাথে এ আচরণ মানুষের পক্ষ থেকে নয়। অতঃপর তাকে তারা আর দাফন না করে মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসল। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩৬১৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ১৪৯৭, হাদীস নং: ২৭৮১, দারে ইবনে হযম, বৈরুত)

না ওঠ ছেকেগা কিয়ামত তলক খোদা কি কসম,
কে জিচকো তুনে নজর ছে গিরাকে ছুড় দিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূল ﷺ এর ইলম নিয়ে সমালোচনা করা ধ্বংসের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সে হতভাগা সমগ্র বিশ্বপ্রতিপালকের সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টির সাহচর্য লাভ করার পরও তার গুরুত্ব দেয়নি। বরং তার দুর্ভাগ্য ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে মুরতাদ হয়ে **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলম নিয়ে সমালোচনায় মেতে উঠেছে। পরিনামে সে এমনভাবে ধ্বংসের অতল গভীরে নিক্ষিপ্ত হলো, **আল্লাহ তায়ালার** জমিনও তাকে গ্রহণ করেনি।

এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, **আল্লাহর প্রিয় মাহবুব, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক জ্ঞান নিয়ে

সমালোচনায় মেতে উঠা উভয় জাহানে ধ্বংস ডেকে আনে। মুমিনরা **শানে রিসালাত ও রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্ঞান নিয়ে কখনো সমালোচনায় মেতে উঠে না। বরং তা মুনাফিকদেরই কাজ। কেউ সত্যই বলেছেন, اَلنِّفَاقُ يُوْرِثُ الْاِعْتِرَاض অর্থাৎ 'মুনাফেকি নিন্দা সমালোচনার জন্ম দেয়।'

করে মুস্তফা কি ইহানতে খোলে বন্দো ইছ পে ইয়ে জুরয়াতে,
কে মে কিয়া নিহি হো মুহাম্মাদি! আরে হা নিহি! আরে হা নিহি!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করার চেষ্টা করছি। **নবীদের সুলতান, সরদারে দু-জাহান, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, মুলতঃ সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সিনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

মুসাফাহা করার ১৪টি মাদানী ফুল

❋ দু'জন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাতের সময় সালাম করে উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা তথা (করমর্দন) করা সুন্নাত। ❋ বিদায় নেয়ার সময়ও সালাম করে পরস্পর (মুসাফাহা) করমর্দন করতে পারবেন। ❋ **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যখন দুজন মুসলমান সাক্ষাতের সময় পরস্পর মুসাফাহা করে এবং কুশল বিনিময় করে, **আল্লাহ** তায়ালা তাদের জন্য একশটি রহমত নাযিল করেন, তন্মধ্যে নব্বইটি রহমত, সৌহার্দ্যপূর্ণ সাক্ষাতকারী এবং আন্তরিকতাপূর্ণ কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য বরাদ্দ করেন।" (আল মুজামুল আওসাত লিত্ তাবারানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮০, হাদীস নং: ৭৬৭২) ❋ যখন দুজন বন্ধু পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তারা পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকি, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৮৯৪৪) ❋ মুসাফাহার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পড়ে নেবেন। يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুক।) ❋ দু'জন মুসলমান মুসাফাহার সময় **আল্লাহ পাকের** দরবারে যে দোয়াই করবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা কবুল হয়ে যাবে এবং হাত পৃথক করার আগেই উভয়ের গুনাহও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ক্ষমা হয়ে যাবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬, হাদীস নং: ১২৪৫৪, দারুল ফিকির, বৈরুত)

❋ পরস্পর মুসাফাহা করলে শত্রুতা দূরীভূত হয়। ❋ **হুযুর পাক, সাহিবে লওলাক, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: "যে মুসলমান তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো অন্তরে অপরের প্রতি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা না রাখে, তাদের হাত পৃথক করার আগেই **আল্লাহ** তায়ালা তারা উভয়ের পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন। আর যে মুসলমান তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি মুহাব্বতের দৃষ্টিতে দেখে এবং কারো অন্তরে অপরের প্রতি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা না থাকে, তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার আগেই তারা উভয়ের পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) ❋ যতবার সাক্ষাৎ হবে ততবার মুসাফাহা করা যাবে। ❋ পরস্পর এক হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত নয়, বরং উভয় হাতেই মুসাফাহা করা সুন্নাত। ❋ অনেক লোক কেবলমাত্র পরস্পর আঙ্গুল মর্দন করে, তাও সুন্নাত নয়। ❋ করমর্দনের পর নিজের হাতে নিজে চুমু দেয়া মাকরূহ। যে সমস্ত ইসলামী ভাইয়ের মধ্যে মুসাফাহার পর নিজের হাতে নিজে চুমু দেয়ার অভ্যাস রয়েছে, তারা তাদের সে অভ্যাস পরিহার করবেন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ১১৫ পৃষ্ঠা) ❋ সুদর্শন বালকের সাথে করমর্দন করলে যদি যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহলে তার সাথে (মুসাফাহা) করমর্দন করা জায়েজ নেই। বরং তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও যদি কামোত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহলে দৃষ্টিপাত করাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

❋ হাতে রুমাল ইত্যাদি নিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নাত নয়, বরং খালি হাতে তালুর সাথে তালু মিলিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নাত।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন রকমের অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৩৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়াত' ১৬তম অংশ এবং ১২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট 'সুন্নাত ও আদব' নামক কিতাব দুটি সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি অন্যতম মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে **সুন্নাতে ভরা সফর**কেও নিজ জীবনে অপরিহার্য করে নিন।

হুযুর ﷺ এর দিদার লাভ

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক **সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র শেষের দিনে আশিকানে রাসূলের অসংখ্য **মাদানী কাফেলা** সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪২৬ হিজরীর আন্তর্জাতিক ইজতিমা হতে আগ্রা তাজ কলোনির (**বাবুল মদীনা** করাচী) একটি **মাদানী কাফেলা** নিয়ম মোতাবেক সফর করে একটি মসজিদে গিয়ে অবস্থান নেয়। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, **মাদানী কাফেলায়**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

অংশগ্রহণকারী এক নবাগত ইসলামী ভাইয়ের ভাগ্যের দরজা খুলে যায়। স্বপ্নে সে **তাজেদারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভ করে। এতে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সত্যতাকে মনে প্রাণে মেনে নিয়ে সে **মাদানী পরিবেশের** সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

কোয়ি আয়া পাকে চলা গিয়া, কোয়ি ওমর ভর ভি না পা ছাকা,
ইয়ে বড়ে করম কে হে, ফয়সলে ইয়ে বড়ে নসিব কি বাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সাহচর্যের বরকতে ভাগ্যবান এক ইসলামী ভাই **তাজদারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভে কিভাবে ধন্য হলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সাহচর্যের কি অপূর্ব বরকত। তাদের সাহচর্যের বরকতের আরো একটি **মাদানী বাহার** শুনুন এবং আনন্দিত হোন।

আমি বিদেশী ফ্লিমের প্রতি বেশি আসক্ত ছিলাম

এক সৈনিক ইসলামী ভাই চিঠির মাধ্যমে জানান, আমি গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত ছিলাম। আমার নিকট অসংখ্য বিদেশী গানের ক্যাসেট ছিল। তন্মধ্যে কিছু কিছু ক্যাসেট **আল্লাহ**র পানাহ! কুফরি গানে ভরপুর ছিল। বিদেশী ফ্লিম দেখা ছিল আমার প্রিয় শখ।

ফিল্মি গান শোনা, রঙ্গরসিকতা করা, তাসখেলা ছিল আমার দৈনিক কাজ। আমি ছিলাম সীমাহীন বেপরোয়া এক দূর্দান্ত যুবক এবং পিতামাতার অবাধ্য সন্তান। মোটকথা এমন কোন পাপ নেই, যাতে আমি পা রাখিনি। জীবনের এরকম লাগামহীনতার মধ্যে আমি সেনাবাহিনীতে চাকুরি নিই। রাওয়াল পিন্ডি থেকে কোয়েটাতে আমাকে বদলী করা হয়। সারাটা পথ রেলে যাত্রীদের কষ্ট দিয়ে আমি কোয়েটা পৌঁছি। সেখানে পৌঁছার পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন পাগড়ীধারী ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে ইসলামী ভাই ছিলেন গোলজারে তাইয়্যেবার (সরগোদা) অধিবাসী। তিনি আমার উপর **ইনফিরাদী কৌশিশ** করে আমাকে **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে** নিয়ে যান। তাঁর উত্তম চরিত্র এবং মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হয়ে আমি আমার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী পরিবেশের** সাথে পুরাপুরি সম্পৃক্ত। এক মাসের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করার সৌভাগ্যও আমি অর্জন করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে আমি একটি এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের নিগরানের দায়িত্ব পালন করছি এবং এলাকাতে নামায ও সুন্নাতের সাড়া জাগানোয় মেতে আছি।

নেককারদের ভালবাসা কখন সাওয়াবের কাজ হয়!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আশিকানে রাসূলের সাহচর্য এবং নেকারদের প্রতি ভালবাসা একজন হতভাগাকে

কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেল। আপনারাও সর্বদা সৎ সঙ্গ এবং নেককারদের ভালবাসার মনোভাব গড়ে তুলুন। যারা **মাদানী কাফেলা**য় সফর করে তারা উপরোক্ত দুটি নিয়ামত অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ পায়। নেককার লোকদের ভালবাসলে সাওয়াব পাওয়া যায়। তবে সে ভালবাসা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হতে হবে। দুনিয়াবী বা ব্যবসায়িক ফায়দা লাভ, কিংবা কারো উত্তম চালচলন, চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা, মনোহারী রূপ মাধুরী, অঢেল ঐশ্বর্যে মোহিত হয়ে কাউকে ভালবাসলে সে ভালবাসা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে না। এমন কি রক্ত সম্পর্কের কারণে পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসলেও তাতে কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না। যদি তা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়।

প্রখ্যাত মুফাসসির, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, কোন মানুষকে কেবলমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসতে হবে। সে ভালবাসা দুনিয়াবী ফায়দা ভোগ এবং রিয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং মুসলমানদের প্রতি ভালবাসা এ পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত হবে, যদি তা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়। আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আম্বিয়া কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام

প্রতি ভালবাসা **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি কামনার্থে ভালবাসার সর্বোচ্চ স্তর। (মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসার ৮টি ফযীলত

❁ কিয়ামতের দিন **আল্লাহ** তায়ালা ইরশাদ করবেন: সে লোকেরা কোথায়? যারা আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের খাতিরে একে অপরকে ভালবাসত। আজ আমি তাদেরকে আমার আরশের ছায়াতলে জায়গা দেব। আজ আমার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই। (সহীহ মুসলিম, ১৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৫৬৬) ❁ **আল্লাহ** তায়ালা ইরশাদ করেছেন, "যারা আমার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সভা-সমাবেশে উপস্থিত হয়ে আমার গুনগান করে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে এবং আমারই ভালবাসা অর্জনের জন্য নিজেদের ধন সম্পদ পরস্পরের মধ্যে খরচ করে, তাদেরকে ভালবাসা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।" (আল মুয়াত্তা, ২য় খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৮২৮) ❁ **আল্লাহ** তায়ালা ইরশাদ করেন, "আমার মহত্ত্ব ও সম্মানের খাতিরে যারা পরস্পর মুহাব্বত করে, তাদের জন্য পরকালে বিরাট নুরের মিনার হবে, যা দেখে নবী ও শহীদগনও ঈর্ষা করবেন এবং আকাংখী হবেন।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৩৯৭) ❁ যদি দুজন ব্যক্তি একমাত্র **আল্লাহ** তাআলার জন্য একে অপরকে ভালবাসে, তন্মধ্যে একজন বাস করে পূর্বে এবং অপরজন বাস করে পশ্চিমে। কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা** উভয়কে একত্রিত করে বলবেন, এই সে ব্যক্তি যাকে তুমি আমার জন্য

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

ভালবাসতে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৯০২২) ❁ নিশ্চয় জান্নাতে ইয়াকুতের স্তম্ভ সমূহ রয়েছে। যার উপর নির্মিত সুন্দর অট্টালিকা রয়েছে। ঐ অট্টালিকার দরজা সমূহ সব সময় খোলা থাকে। তা এমন উজ্জল ও চক চক করছে যেরূপ উজ্জ্বল তারকা চকচক করে। সাহাবা কিরামগণ আরজ করলেন, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাতে কারা বাস করবে? তিনি ইরশাদ করলেন: "সেসব লোক, যারা একমাত্র **আল্লাহ** তায়ালার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, একমাত্র **আল্লাহ** তায়ালার উদ্দেশ্যে পরস্পর বসে **আল্লাহ**কে স্মরণ করে এবং **আল্লাহ** তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৯০২২) ❁ **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি কামনার্থে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীগণ আরশের চারপাশে ইয়াকুতের চেয়ারে বসা থাকবে। (আল মুজামুল কবির, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫০, হাদীস নং: ৩৯৭৩) ❁ যে ব্যক্তি একমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসে বা **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য দান খয়রাত করে কিংবা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য দেয়া থেকে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তার ঈমানকে পূর্ণ করে নিল। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪৬৮১) ❁ দুজন ব্যক্তি যখন একমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে, তাদের মধ্যে সম্পর্ক তখনই ছিন্ন হয়, যখন তাদের একজন কোন গুনাহে লিপ্ত হয়। (আল আদাবুল মুফরাদ, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪০৬)

(বিস্তারিত জানার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত 'বাহারে শরীয়াত' ১৬ অংশ, পৃষ্ঠা-২১৭-২২২ পাঠ করুন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net